সাপ্তাহিক বর্তমান
২৭ এপ্রিল ২০১৯ • দাম ৮ টাকা

• তিনটি ধারাবাহিক
• বিশেষ রচনা • ভ্রমণ • গল্প

গরমে ঠান্ডা খাবার, না গরম খাবার

সূচিপত্র

সাপ্তাহিক বর্তমান

বর্ষ ৩১ ★ সংখ্যা ৫০ ★ ২৭ এপ্রিল ২০১৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- গরমে ঠান্ডা খাবার, না গরম খাবার? ১৮
  ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য

ধারাবাহিক

- ভারতের স্বামীজী, স্বামীজীর ভারত ৩৪
  সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- শরৎ কথা ৪২
  পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়
- ব্ল্যাক করিডর ৫০
  সমৃদ্ধ দত্ত

ভ্রমণ

- কিয়োটো, জাপান ২৮
  মৌসুমী কুণ্ডু পাল

গল্প

- অকথিত প্রেমকথা ৩৮
  দীপককুমার মাইতি

বিশেষ রচনা

- দাম্পত্যে টানাপোড়েন ৪৬
  ডঃ অমিত চক্রবর্তী

রূপচর্চা

- নেল এক্সটেনশন ৫৮

সিনেমা

- মাধুরী দীক্ষিত ৬০

টিভি

- মতী বিনোদিনী ৬৩

নিয়মিত বিভাগ

অমৃতকথা ৪ চিঠি ৫ বইপাড়া ৬ সাম্প্রতিক ৬১ শব্দ ৬৭
বিজ্ঞান ৫৩ সংস্কৃতি ৫৪ স্বাস্থ্য ৫৬ ভাগ্যচক্র ৬৪

প্রধান সম্পাদক : শুভ্রা দত্ত

সম্পাদক : জয়ন্ত দে

সহকারী : ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়, গুঞ্জন ঘোষ, অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

শিল্প বিভাগ : সোমনাথ পাল, সুব্রত মাজী ও চন্দন পাল

প্রচ্ছদ : সোমনাথ পাল

Editor: Jayanta Dey
Printed and Published by Jibanandia Basu on behalf of
Bartaman Private Limited
6 J.B.S Haldane Avenue, Kolkata-700 105
Ph-2300-0101/0110, Fax-2323 3003

RNI NO 48 049/86

27 April 2019: 31 Years. 50 Issue

MFC

উপরন্তু পরিপূর্ণতার

মুখার্জ্জী ফার্টিলিটি সেন্টার

MFC WOMEN & CHILD CARE

আরও উন্নত পরিষেবা দিতে MFC এখন জেলায়

- হাওড়া - মঙ্গলবার থেকে রবিবার
- মুর্শিদাবাদ - প্রতি মাসের শেষ সোমবার
- মেদিনীপুর - প্রতি মাসের দ্বিতীয় সোমবার

কালীবাবুর বাজারে

প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১০টা

ডঃ [illegible] ইন্টিগ্রেটেড মেডিকেল রিসার্চ এন্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টার

Fertility Services

24 x 7

- Consultation
- Infertility tests for female and male
- Fertility Surgery • Ovulation Induction (OI)
- Intra Uterine Insemination (IUI) • IVF treatment
- ICSI treatment • Laser hatching • Genetic testing PGD
- Donor program • Fertility preservation
- NICU • 24Hrs. Indoor service
- Counseling and support

Mukherjee Fertility Centre

60 G.K. Bhadun St.(Oppo. Badamtala Petrol Pump), Bally, Howrah - 711201

9874064710 / 9038031599

mfc.fertility@gmail.com

www.mukherjeefertilitycentre.com

Job Opening

- Sonologist
- [illegible]

কিয়োটো, জাপান

মৌসুমী কুণ্ডু পাল

জাপান, জাপানিস এ নিপ্পন বা নিহন নামে পরিচিত এই দেশটি। পূর্ব এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি সার্বভৌম দেশ। কাঞ্জি ভাষায় জাপান কথার অর্থ 'সূর্যের উৎস', তাই জাপানের আর এক নাম 'উদিত সূর্যের দেশ'।

এই জাপানের অন্যতম সুন্দর শহর কিয়োটো, যা এক হাজারেরও বেশি বছর ধরে রাজধানী হিসেবে জাপানের ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। শতাব্দী ধরে অনেক যুদ্ধ ও অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কিয়োটো ধ্বংস হলেও, তার অসাধারণ ঐতিহাসিক মূল্যের কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শহরটি পরমাণু বোমার লক্ষ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং এটি সেই ঐতিহাসিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

অগণিত বৌদ্ধ মন্দির, শ্রাইন (Shrine), অন্যান্য ঐতিহাসিক মূল্যবান কাঠামো এবং অসাধারণ সৌন্দর্যকে বুকে নিয়ে আজও কিয়োটো বেঁচে আছে।

কিয়োটো Yamashiro উপত্যকার এক অংশে অবস্থিত একটি শহর যার তিন দিক ঘিরে রেখেছে হিগাশিয়ামা, কিতায়ামা এবং নিশিয়ামা নামে তিনটি পর্বত। সেভাবে বলতে গেলে এটি নদী আর পাহাড়ে ঘেরা, প্রকৃতির এক অনবদ্য উপহার। এটি বিখ্যাত এর সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক মূল্য ও তার সংরক্ষণের জন্য। এই শহরে রয়েছে দুই হাজার ধর্মীয় স্থান, যার মধ্যে ১ হাজার ৬০০ বৌদ্ধ মন্দির এবং চারশোটি শিন্টো মঠ বা শ্রাইন, যা শুধু মাত্র জাপানেই দেখা যায়। ধর্মীয় স্থানের পাশাপাশি প্রাসাদ, বাগান এবং স্থাপত্য এই শহরকে জাপানের সেরা সংরক্ষিত শহরগুলির অন্যতম করে তুলেছে। শহরটিকে ছুঁয়ে আছে মায়া আর ঐতিহ্য। জাপানের ২২টি বিশ্ব ঐতিহ্যের (UNESCO World Heritage) ১৭টি এই শহরেই অবস্থিত।

কর্মসূত্রে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি আসি কিয়োটো শহরে। কিয়োটো শহরে কোনও বিমানবন্দর নেই, তার ফলে জাপানের আর একটি প্রধান শহর ওসাকার কানসাই এয়ারপোর্ট হয়ে কিয়োটো আসতে হয়। আগামী এক বছরের আমার ঠিকানা সুগাকুইন ইন্টারন্যাশনাল হাউস। এটি আসলে গেস্ট হাউস, শুধু মাত্র বিদেশী যারা কর্মসূত্রে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত তারাই থাকতে পারে। এই গেস্ট হাউস পাওয়াটা অনেক সৌভাগ্যের কারণ লটারির মাধ্যমে এখানে ঘর পাওয়া যায়। বাড়িটি কিয়োটো ইউনিভার্সিটি থেকে ৩.৫ কিলোমিটার দূরে সুগাকুইন-এ অবস্থিত। হাতের কাছে অসংখ্য দোকান, বাজার, স্কুল, পার্ক সবই আছে।

এখানে মানুষজন দৈনন্দিন কাজের জন্য চার চাকা গাড়ি আর সাইকেল বেশি ব্যবহার করেন। এখানে রিক্সা বা অটো চলে না। চলে ট্রেন আর বাস। বাসে এক স্টপ গেলেও মাথাপিছু ভাড়া ২৩০ ইয়েন, আবার শেষ স্টপে গেলেও ২৩০ ইয়েন। তবে ট্রেনের ব্যবস্থা আলাদা। দূরত্ব দেখে ভাড়া নির্ণয়, ন্যূনতম ভাড়া ২১০ ইয়েন। তাই

এদিক ওদিক দোকান বা স্কুলে যেতে সাইকেলই শ্রেষ্ঠ। অন্যদের মতো আমাদেরও এরকম দুটি সাইকেল রয়েছে, একটি বেবিসিট যুক্ত। হ্যাঁ ঠিক পড়েছেন, বেবিসিট। এখানে বাচ্চাদের ক্যারিয়ারে বসিয়ে পা ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া আইনত নিষিদ্ধ। জাপানের সব জায়গায় সাইকেল জিনিসটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সাইকেলের রেজিস্ট্রেশন থেকে ইনসিওরেন্স সব হয়। সঙ্গে বাচ্চাদের হেলমেট পরিয়ে যথাযথ বেবিসিটে বসিয়ে সাইকেল চালাতে হয় নাহলে ফাইন দিতে হবে।

সাইকেলও বিভিন্ন রকম, সাধারণ থেকে ইলেকট্রিক, তাও নানা প্রযুক্তি যুক্ত। এখানে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সাইকেলের বিশাল মল। সাইকেলের দাম ২৫০০০ ইয়েন থেকে শুরু করে ৩ লক্ষ ইয়েন। এখানে চার বছরের শিশুও উদ্বেগহীনভাবে বড় রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে পার হয়ে যায় অনায়াসে। ৮০ বছরের উর্ধ্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখা যায়।

জাপানের অন্যান্য শহরগুলোর তুলনায় কিয়োটো খুব শান্ত-স্নিগ্ধ, যেন দেবতা এখানে বাস করেন। টোকিও-ওসাকা-নারা, জাপানের এইসব শহরগুলো ঘুরে এটুকুই মনে হয়েছে কিয়োটো যেন মনের খুব কাছের শহর। চারপাশ এতটাই সুন্দর-পরিষ্কার, যে রাস্তা ঘাটে যে কোনও জায়গায় বসে পড়লেও আপনার কিছু মনে হবে না। সঙ্গে রয়েছে এখানকার মানুষের অমায়িক ব্যবহার, সাহায্য করার আপ্রাণ চেষ্টা, আর মাথা নত করে মৃদু হাসি। গত সাত মাসে একটি বারের জন্য মনে হয়নি আমি এদের কেউ নই। মনে আছে প্রথম দিকে সাইকেল চালিয়ে মেয়েকে স্কুলে আনতে গেলে চোখে পড়তো এরকমই অনেক মানুষের হাসিমাখা মুখ যাঁরা আমাকে না চিনেও মাথা নত করে বলতেন Konnichiwa। ইংরেজিতে যার অর্থ

মজুমদার স্পেশাল
9830953953 (কোলকাতা) / 9748522255 (দার্জিলিং)
সিঙ্গাপুর মালয় 4/10 22/12 ব্যাঙ্কক 6/10 22/12 লে লাদাখ / লাহুলস্পিতি 29/6 12 27/7 10 24/8 হরিদ্বার/শিলং/উত্তরভারত/নৈনিতাল 4 11 14/10 1/11 সিমলা/কিন্নর/কিন্নর মানালী 4, 15/10 1/11 গ্যাংটক/ডুয়ার্স/লাভা/সিঙ্কুরুট 4, 6 10 11 14 15/10 1/11 ভুটান/নেপাল 4, 6 14/10 1/11 উটি মাইশোর/মধ্যপ্রদেশ/ভাইজ্যাগ 4, 11, 16, 18/10 1/11 বোম্বে গোয়া 5 15/10 1/11 অরুনাচল/কাশ্মীর 4, 15/10 1/11 কেরালা/রাজস্থান 4, 6, 15 16/10 গোপালপুর দারিবাড়ী 5 11 15/10 আন্দামান প্রতিদিন (6 17 26/10)
সমস্ত ভারতে হোটেল গাড়ি ও LTC বুকিং

বিষ্ণু ট্যুরস ট্রাভেলস
9674739744 / 9331039512
থাইল্যান্ড 11/8 20/10 10/11 13/12 সিমলা/ সাংলা 19/5, 20/9, 4, 15/10 লাহুলস্পিতি 14, 30/8 কাশ্মীর 19/5, 20/9 5/10 15/10 নৈনিতাল/ কেরালা 27/5, 23/9, 5, 14/10 শিলং/ নেপাল 25 29/5 21/9 7, 16 31/10 রাজস্থান/দক্ষিণভারত 20/9 4 15, 31/10 উত্তরভারত 22/9 7 17/10 লাদাখ 27/6 27/7 18/8 বম্বে গোয়া/অরুনাচল/গুজরাট 21/5 22/9 4 14 15 30/10 ভাইজ্যাগ 22/9 4, 12, 16/10 কেদারবদ্রী 2/6 ডুয়ার্স 1, 10/11 মধ্যপ্রদেশ 31/10 10/11

হোটেল
নিউ সি-হক (পুরী)
we have no connection with Hotel Sea Hawk Digha
পুলিনপুরী (পুরী)
E-mail: hotelnewseahawk@yahoo.co.in
ph: (06752)231500 Fax:230268
www.hotelnewseahawk.com
www.hotelpulinpuri.com
Ph:(033) 2289 7578 / 9007857627, 9831289141

চলুন ছুটি কাটাই
বিশ্রাম বাগান বাড়ী
টাকী, সৈদপুর গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগণা
ইছামতি নদীর কাছে
বাংলাদেশ সীমান্তের পাশে
কোলকাতা থেকে ট্রেনে অথবা গাড়িতে দুই (২) ঘন্টার পথ। টাকীর বিশ্রাম বাড়িতে পাবেন আধুনিক মানের অনেকগুলো ঘর। ওয়েলকাম গিফট প্যাক সঙ্গে সকালের ব্রেকফাষ্ট, বিকালের টিফিন, রাত্রের ডিনার ফ্রী (কমপ্লিমেন্টারী)। বুকিং-এর যোগাযোগ ঃ অফিসে সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা।
9007012271 * 9007012275
20/1/1C, Ballygunge Stn. Rd., Kol- 19
www.bisrambaganbari.com

দার্জিলিং এ পাইন গাছে ঘেরা একমাত্র হোটেল
PINE TOUCH

Roof Top এ Breakfast সঙ্গে পাহাড়ের স্বর্গীয় দৃশ্য।
For Booking :
PINE TOUCH RETREAT
Near Mall, Darjeeling
Ph. : +91 9830200785
e-mail : pinetouchderjeeling@gmail.com
web site : www.pinetouchretreat.com

হাই বা গুডবাই। তখন আশ্চর্য লাগতো, মনে হতো আজ আমিও ওদের একজন হয়ে গেছি, আপনা আপনি মাথা নত হয়ে আসত। আরও একটি শব্দ যা জাপানে এলে সবার প্রথমে যে কেউ শিখবে সেটা হলো 'Arigatou gozaimasu' আরিগাতো, মানে ধন্যবাদ। দোকানে, স্কুলে, রাস্তা ঘাটে, পরিচিত-অপরিচিত সব কিছুর বাঁধন ভাঙা এই কথা 'আরিগাতো', কারণ এরা কাউকে ধন্যবাদ জানাতে পারলে বোধহয় সব থেকে বেশি খুশি হয়।

এই শহরটিকে যত দেখেছি ততই আশ্চর্য হয়েছি বার বার। প্রতি সপ্তাহান্তে কোথাও না কোথাও ঘুরতে গেলে চোখে পড়েছে বিরল সব ঘটনা, আজ আমার কাছে বিরল হলেও জাপানিদের কাছে খুবই সাধারণ। যেমন এদের পাবলিক টয়লেট, কেউ বলবে না ওটা পাবলিকের, বাড়ির থেকেও পরিষ্কার। রাস্তাঘাটে কোনও নোংরা নেই, কারণ এরা নিজের হাতে তা পরিষ্কার করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। রাস্তায় গাড়ি না থাকলেও ট্রাফিকের লাল সিগনাল অমান্য করতে কাউকে দেখিনি, দেখিনি ভিড় বাসে কোনও ঠেলাঠেলি বা জোরে কথা বলতে। দেখিনি প্রকাশ্য ধূমপান বা বাস-ট্রেনে মোবাইলে কথা বলা।

আমাদের গেস্ট হাউসের লাগোয়া সুগাকুইন রেল স্টেশন। এই স্টেশনে এক-দুই কখনও বা তিন বগির ট্রেন চলে। দেখতে অনেকটা টয় ট্রেনের মতো। তবে কিয়োটো স্টেশন বা অন্য বড় স্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে বুলেট ট্রেনেরও দেখা মেলে।

এখানে একই রাস্তার দুধারে এক এক সময়ে চোখে পড়েছে মরসুমের ফুল। চড়াই রাস্তা ছাড়া এখানে ঘন্টা খানেক সাইকেল চালিয়ে বহুদূর চলে যেতে বেশ লাগে। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ অবধি থাকে সাকুরা অর্থাৎ চেরি ব্লসমের মরশুম।

সেই সময় বিদেশিদের সঙ্গে, জাপানের বিভিন্ন শহর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পর্যটকরা এখানে আসেন সাকুরা দেখতে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। হিমেল ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে সাদা লাল গোলাপি নানা রঙের ফুলের মেলা। এ সময় কিয়োটোর বোটানিক্যাল গার্ডেনে চলে লাইট শো।

কিয়োটোর নানা গলিতে রয়েছে কোনও না কোনও মন্দির নয়তো শ্রাইন। শ্রাইন আর মন্দিরের মধ্যে কিছু তফাৎ থাকলেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সেরকম কোনও পার্থক্য নেই। শ্রাইন হল শিন্টো সম্প্রদায় এর তৈরি ধর্মপীঠ, এদের পুজো করার পদ্ধতি একটু আলাদা, প্রতিটি শ্রাইনের সামনে থাকে একটি টোরি 'Tori ' গেট। আর মন্দির বলতে জাপানে সবই বৌদ্ধ মন্দির।

গত সাত মাসে ১৭টি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের ১২টি দেখা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। প্রতি সপ্তাহান্তে একটি করে জায়গায় গেছি। কেউ যদি ১৫-২০ দিনের জন্য জাপান ঘুরতে আসেন এবং ৩-৪ দিন কিয়োটো শহরের জন্য রাখেন তবে তাকে কিয়োটোর সব কটি জায়গা না ঘুরে দেখলেও যেগুলো দেখতেই হবে।

কিউমিজু-ডেরা: এটি পর্বতশৃঙ্গের ওপর তৈরি জাপানের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ একটি চমৎকার কাঠের মন্দির। Kiyomizudera ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। এটি সেরা তার কাঠের মঞ্চের জন্য। পাহাড়ের ১৩ মিটার উপরে প্রধান হলের বাইরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। বসন্ত এবং হেমন্তকালে চেরি এবং ম্যাপেল গাছগুলির চমৎকার দৃশ্য দেখার জন্য পর্যটকরা ভিড় জমান। গোটা কিয়োটো শহরটি এখান থেকে দেখা যায়।

নিজো কাসল: এটিও একটি UNESCO world heritage site। এই দুর্গটি জাপানের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি কিয়োটোর বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠ সংরক্ষিত দুর্গ। এর দুটি অংশ, নিনামারু প্রাসাদ (প্রাসাদের প্রধান দুর্গ) এবং হনমারি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। নিনামারু প্রাসাদ হল দুর্গটির প্রধান আকর্ষণ। ছাপানো সিলিং, সুন্দরভাবে আঁকা স্লাইড দরজা, তাতামি (বাঁশের মাদুর) মেঝে এর আকর্ষণ। এই হলের মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটলে এক রকমের আওয়াজ শোনা যায়, যা প্রাচীন কালে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে কাজ করতো ।

কিংকাকু-জি: কিংকাকুজি, গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন কিয়োটোর উত্তরে অবস্থিত একটি জেন মন্দির। যার উপরে দুটি মেঝে সম্পূর্ণরূপে সোনার পাতে আচ্ছাদিত। এটিও একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। এই মন্দিরের সামনের বিশাল পুকুরের সোনালী রূপ দেখতে ও ছবি তুলতে সব সময় পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। কিংকাকুজি একটি মডেল গিনকাকুজি সিলভার প্যাভিলিয়ন নামে পরিচিত।

ফুশিমি ইনারি শ্রাইন: এটি দক্ষিণ কিয়োটোর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিন্টো শ্রাইন। হাজার হাজার টোরি গেটের জন্য বিখ্যাত। যা ধীরে ধীরে মাউন্ট ইনারির দিকে চলে গেছে। প্রতিটা টোরি গেট কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে । সব থেকে ছোট গেটের উৎসর্গকৃত মূল্য ৪ লক্ষ ইয়েন আর সব থেকে বড় গেটের মূল্য শোনা যায় এক মিলিয়ন ইয়েনেরও বেশি।

তজি মন্দির: একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। এটি বিখ্যাত এর পাঁচতলা উঁচু প্যাগোডার জন্য, কিয়োটোর একমাত্র প্যাগোডা এটি। প্যাগোডার সঙ্গে এই মন্দিরের চারপাশের বাগান ও পরিবেশ এতো মনোরম যে বসন্তকালে যেন একটি মায়া নগরীর রূপ ধারণ করে।

কিয়োটো টাওয়ার: ১৩১ মিটার উঁচু এই টাওয়ারটি কিয়োটো

স্টেশনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। যার ছেড়ে ... পারবে কিয়োটো শহরের অনাবিল সৌন্দর্য।

আরাশিয়েমা: কিয়োটোর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি মনোরম, আকর্ষণীয় জেলা। এখানে রয়েছে বিখ্যাত Togetsukyo Bridge, Bamboo Groves এবং দুটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মন্দির Tenryuji Temple ও Daikakuji Temple।

রয়ানজি মন্দির Ryoanji: রয়ানজি মন্দির হল জাপানের সবচেয়ে বিখ্যাত শিলা বাগানের একটি। যেখানে প্রতিদিন শত শত পর্যটকদের ভিড় হয়। বাগানটিতে আয়তক্ষেত্রাকার দেওয়াল ঘেরা জায়গায় পনেরোটি পাথর ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে বসানো রয়েছে। এই বাগানের বিশেষত্ব বা নকশার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, যে কোনও দিক থেকে বাগানের ওই পনেরোটি পাথরের দিকে দেখলে, একটা না একটা পাথর লুকানো অবস্থায় থাকবে, দেখা যাবে না।

যাসাকা শ্রাইন: এটি কিয়োটোর Gion জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি শ্রাইন। কিয়োটোর সবথেকে প্রসিদ্ধ উৎসব Gion মাৎসুরি। কিয়োটোর মূল উৎসবগুলোর নাম মাৎসুরি দিয়েই আসে—যেমন Aoi মাৎসুরি, মিতারাশি মাৎসুরি ইত্যাদি। আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে এই সব উৎসবগুলি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি।

নিশিকি মার্কেট: এটি হল খাবারের বাজার। এখানে জাপানের সব ধরণের খাদ্য উপকরণ যেমন সুসি, জাপানিজ আচার, শুকনো সামুদ্রিক মাছ, মিষ্টি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই মার্কেটকে কিয়োটোর কিচেনও বলা হয়।

এঁর্যাকুজি মন্দির ও মাউন্ট হিয়েই : জাপানের হিউজান পর্বতমালায় অবস্থিত এই মন্দির। এঁর্যাকুজি মন্দির জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঠ। জাপানি বৌদ্ধ ধর্মের তেন্ডাই সম্প্রদায়ের সদর দপ্তর। অনেক প্রভাবশালী ভিক্ষুরা এঁর্যাকুজিতে আজও অধ্যয়নরত। এঁদের কঠোর শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধনা বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অন্যতম।

সুগাকুইন ইম্পেরিয়াল ভিলা: সুগাকুইন রাজবাড়ি ও সুগাকুইন গেস্ট হাউস থেকে ২ কিলোমিটার দূরে চড়াই বেয়ে যেতে হয়। জাপানের সেরা বাগানের একটি।

বিবা লেক: এটি জাপানের সব থেকে বড় শুদ্ধ জলের লেক। এতটাই বড় যে এর একপাশের সৈকত দেখলে কেউ বুঝবে না এটা কোনও ঝিল না সমুদ্র। বিবা লেকের নীল স্বচ্ছ জল, জাপানিরা সমেত বিদেশিদের মন কাড়ে। এই লেকের একপাশে রয়েছে Omimako সৈকত। লেকে রয়েছে বিশাল একটি ক্রুজের মতো জলযান। এই জলযানে এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘন্টার সফর করলে দেখা যাবে পাশের দু একটা দ্বীপ। ভাসমান টোরি গেটের একটি আকাশছোঁয়া আতশবাজি শো হয়, যা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা ভিড় জমায়।

হেইয়ান শ্রাইন একটি শিন্টো মঠ, যা ১৮৯৫ সালে নির্মিত হয়েছিল। কিয়োটোতে বসবাসের জন্য প্রথম ও শেষ সম্রাটদের স্মরণ করায়।

কিয়োটো অ্যাকোয়ারিয়াম: Kyoto Aquarium আমার ভালো লাগার জায়গাগুলোর একটি। এখানকার সমুদ্রে যত রকমের প্রাণী দেখা যায় তা এই অ্যাকোয়ারিয়ামে আছে। ডলফিনের নাচ থেকে পেঙ্গুইনের জল ঝাপটা। সঙ্গে লখিন্দরের কাহিনীর সুচ সম সাপও। কিছুই বাদ রাখেনি এই অ্যাকোয়ারিয়াম। কিয়োটো স্টেশন থেকে ১০ মিনিটের বাসে চড়ে যাওয়া যায় এই অ্যাকোয়ারিয়ামে।

এছাড়াও রয়েছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শিমোগামো-কামিগমো টেম্পল, নানজিনজি টেম্পল, এইকাণ্ড টেম্পল, কিয়োটো ইম্পেরিয়াল ভিলা, বিশ্ব বিখ্যাত কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ। কিয়োটো স্টেশন প্রান্তর, পাহাড়ি কামো নদী।

এই দেশ-শহরকে দেখে আমাদের দেশের কথাই মনে পড়ে। এদেরও বারো মাসে তেরো পার্বণ। রোজ এখানে কিছু না কিছু অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। এরাও আমাদের মতো ধর্মে বিশ্বাসী আবার কুসংস্কারেও। প্রতিটা ধর্মস্থলে চোখে পড়বে ধূপকাঠি-মোমবাতি জ্বালানোর স্ট্যান্ড। লাইন দিয়ে ঘণ্টা বাজানোর অপেক্ষারত মানুষ। আর মনোকামনা পূরণের সরঞ্জামের বহু দোকান আছে।

এই ক'দিনে ভ্রমণের সঙ্গে অভিজ্ঞতা হয়েছে রেকর্ড সংখ্যক ভূমিকম্পের। প্রায় ১০-১৫ দিন ঘুমোতে পারিনি। প্রায় ৪৫টা আফটারশকস, তারপর বন্যার এলার্ট, যা কিয়োটোকে ছুঁতে না পারলেও হিরোশিমাকে ভাসিয়ে গেছে। এতো সুন্দর দেশের যদি কিছু একটা অপূর্ণতা থাকে তা হল এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

জাপান-কিয়োটো বা জাপানিদের কথা বলে শেষ করার মতো নয়। কিয়োটোতে ৯৫% লোক ইংরেজি বোঝে না, তবুও দিব্যি সব কাজ হয়ে যায়, স্কুল-দোকান পাঠ সব। এরা ছোট বয়েসে নার্সারি থেকে বাচ্চাকে শেখায় পরিবারের মূল্যবোধ আর তারপর দেশের জন্য কর্তব্যবোধ। এখানে স্কুলের পড়ানোর ব্যবস্থাপনা এখন বিশ্বখ্যাত। জাপান সম্পর্কে অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে বা থাকবে। অনেকের মতো আমারও ইচ্ছে ছিল ইউরোপ বা আমেরিকা যাওয়ার, কিন্তু ভাগ্যচক্রে এসে পড়েছি এই জাপানের কিয়োটো শহরে। আজ গর্ব করে বলতে পারি ভাগ্যিস, এসেছিলাম— নাহলে কী যেন একটা বাদ থেকে যেত জীবনে।
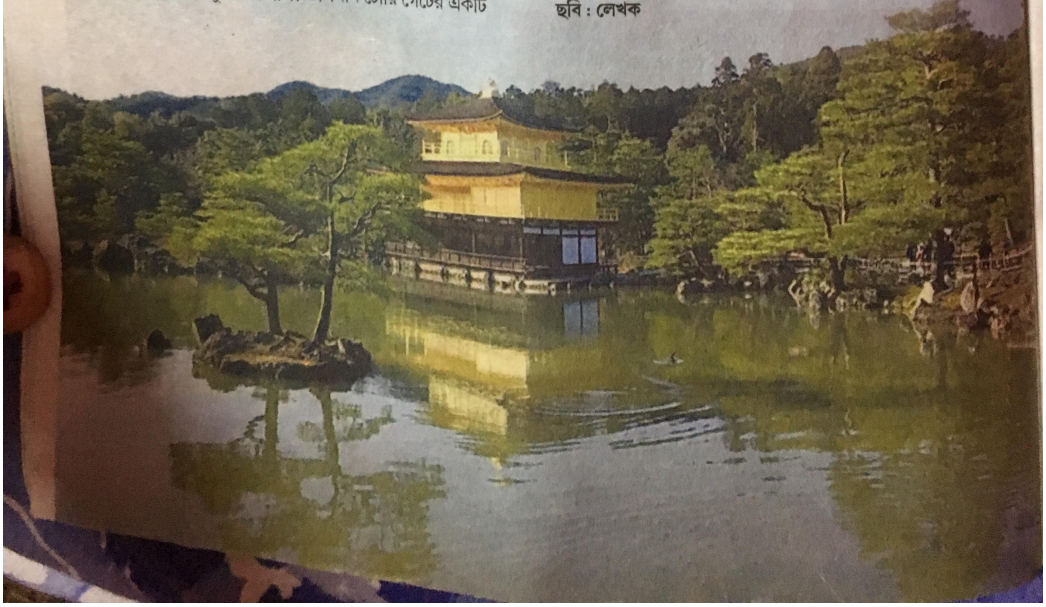
ছবি : লেখক